بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

৩১ আষাঢ় ১৪৩৩
১৫ জুলাই ২০২৬

বাণী

দেশের প্রথম বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন বাংলা'র ৩০ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে আমি চ্যানেলটির পরিচালনা পর্ষদ, সংবাদকর্মী, শিল্পী-কলাকুশলী, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং দেশ-বিদেশের অগণিত দর্শকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

গণমাধ্যম ও অবাধ তথ্য প্রবাহ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। গণমাধ্যম আধুনিক সমাজের দর্পণ। রাষ্ট্র ও সমাজের ক্ষমতাকাঠামোর অতন্দ্র প্রহরী। এজন্য গণমাধ্যমকেও দায়িত্বশীল, পেশাদার ও বিশ্বাসযোগ্য হতে হয়। জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস এর সবচেয়ে বড় শক্তি।

বিগত দেড় যুগে গণমাধ্যমের ওপর ধারাবাহিক নিয়ন্ত্রণ, আক্রমণ এবং বিভিন্ন গণমাধ্যম বন্ধ করে দেওয়ার মতো ঘটনা দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া স্বাধীন ও দায়িত্বশীল গণমাধ্যমে বিশ্বাস করতেন। তাঁদের রাজনৈতিক আদর্শের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকারের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্তমানে গণমাধ্যম পুনরায় স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে।

আমি বিশ্বাস করি, দেশবাসী গণমাধ্যমের কাছে সত্যনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ, রুচিশীল ও জবাবদিহিমূলক সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রত্যাশা করে। দেশের সার্বিক উন্নয়নসহ বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতে গণমাধ্যমের আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে।

দেশের প্রথম ও অন্যতম জনপ্রিয় বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন বাংলা প্রায় তিন দশক ধরে নির্ভরযোগ্য সংবাদ, মানসম্মত অনুষ্ঠান প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশে চ্যানেলটির অবদান প্রশংসনীয়। আমি আশা করি, চ্যানেলটি ভবিষ্যতেও জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশ ও সমাজের সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক মানসম্মত অনুষ্ঠান সম্প্রচারের মাধ্যমে অর্থবহ ভূমিকা অব্যাহত রাখবে।

আমি এটিএন বাংলা'র উত্তরোত্তর সাফল্য, সমৃদ্ধি ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি।

মোঃ সাহাবুদ্দিন